নেক আমল বিধ্বংসী বদ আমল সমূহ

মাসুদা সুলতানা রুমী

নেক আমল বিধ্বংসী বদ আমল সমূহ

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
বদলগাছী, নওগাঁ

www.pathagar.com

নেক আমল বিধ্বংসী বদ আমল সমূহ

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
বদলগাছী, নওগাঁ
০১৭১৯৪০৪১৬৬

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৫

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : এম. এ আকাশ

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ৩০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

- **তাসনিয়া বই বিতান ♦ প্রফেসর বুক কর্ণার ♦ প্রীতি প্রকাশন**
  প্রফেসর পাবলিকেশন ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
- **ঢাকা বুক কর্ণার ♦ মহানগর প্রকাশনী ♦ তামান্না পাবলিকেশন**
  ৪৮ পুরানা পল্টন, ঢাকা
- **আহসান পাবলিকেশন**, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
- **আহসান পাবলিকেশন**, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
- **আহসান পাবলিকেশন**, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
- **আজাদ বুকস ও তাজ লাইব্রেরী**, আন্দরকেল্লা, চট্টগ্রাম
- **রিম ঝিম প্রকাশনী**, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

উপহার

আমার প্রিয়তমা মা-জননী বেগম
মমতাজ ইসলাম কে। যিনি কষ্টের
ওপর কষ্ট সহ্য করে এই সুন্দর
পৃথিবীতে আমাকে এনেছেন। এই
লেখার কাজে মা আমাকে সর্বক্ষন
উৎসাহ দেন। আমি তাঁর দুনিয়া ও
আখেরাতের কল্যাণ কামনা করি।

রুমী

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য বা আত্ম সমর্পণ। আর মুসলিম শব্দের অর্থ আনুগত্যকারী বা আত্মসমর্পনকারী। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আল-কুরআনে এবং রাসূল (সঃ) সহীহ হাদিসে যা কিছু করতে বলেছেন এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা সঠিকভাবে যে ব্যক্তি অনুধাবন করবে এবং মেনে চলবে সেই হবে মুসলিম। তার জন্ম যেখানেই হোক না কেন। কিন্তু আমরা রাতদিন যাদের সাথে ওঠাবসা করি দেখা হলে যাদের সালাম দেই, অসুস্থ হলে দেখতে যাই, মারা গেলে স্বামী সন্তানকে পাঠাই জানাযা পড়তে "আলা মিল্লাতি রাসুলুল্লাহ" বলে যাকে কবরে শায়িত করা হয় সেই ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিদের জীবন যাত্রায় এসব সব কার্যের সমাবেশ ঘটেছে যা কখনই একজন মুসলিম বা আনুগত্যকারী মানুষের জীবনে ঘটতে পারে না। আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে বড় বড় গুনাহে তারা নিমজ্জিত। কিন্তু এসবকে তারা গুনাহই মনে করে না। অথচ এইসব কাজের জন্য তারা কঠিনভাবে পাকড়াও হবে। আর এইসব মানুষগুলো আমারই প্রিয় জনেরা স্বজনেরা।

এদের কথা ভাবতে গেলে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি এদের ভালোবাসি। আর এদের এই খারাপ কাজগুলোকে ঘৃণা করি। এই ভালোবাসা আর ঘৃণা থেকেই এই লেখার অনুপ্রেরণা। আমার এই লেখা পড়ে যদি কারো আমল ও আখলাকের সামান্যতম পরিবর্তন হয় তাহলেই আমার লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। বিজ্ঞ পাঠকের কাছে অনুরোধ ভুল-ত্রুটি নজরে পড়লে দয়া করে আমাকে জানাবেন। যেন আমার এই চেষ্টাকে আমার নাজাতের অসিলা করেন। আর সওয়াবটুকু যেন দান করেন আমার মাকে। আমীন॥

মাসুদা সুলতানা রুমী

২০/০৮/২০১৪

www.pathagar.com

নেক আমল বিধ্বংসী বদ আমলসমূহ

কাজতো দুইপ্রকার- সৎকাজ আর অসৎ কাজ বা ভালো কাজ আর মন্দ কাজ। নেক আমল আর বদ আমল। সৎকাজ বা ভালো কাজ বা নেক আমল হচ্ছে সেই কাজ যা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা করতে নির্দেশ দিয়েছেন উৎসাহ দিয়েছেন যে কাজের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। যে কাজের পুরস্কার দুনিয়ার শান্তি, সম্মান ও আখেরাতে জান্নাত।

আর বদ আমল বা মন্দকাজ বা অসৎ কাজ হচ্ছে সেই কাজ যা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা করতে নিষেধ করেছেন, সাবধান করেছেন। যে কাজের জন্য শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। যে কাজের শাস্তি দুনিয়ায় জিল্লতি অসম্মান আর আখেরাতে জাহান্নাম।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন: সে ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কু-স্বভাব দ্বারা কলুষাচ্ছন্ন করবে।" (সূরা শামস- ৯-১০)

অতএব এই ব্যর্থতার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে নিজের ভিতর ও বাহির পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে কু-স্বভাব থেকে। সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে কু-স্বভাব দিয়ে নিজেকে যেন কলুষাচ্ছন্ন না করি। আল্লাহ পাক যেন আমাদের এইসব ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দাদের সতর্ক করে বলেন, "বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে তোমরা যদি বেঁচে থাকতে পার, যেগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে, তাহলে তোমাদের ছোট-খাট খারাপ কাজগুলো আমি তোমাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দেব এবং তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেব।" (সূরা নিসা ৩১)

বান্দাহদের উপদেশ দিয়ে তিনি আবার বলেন, "যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী। তা সেইসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে। *যারা বড় বড় গোনাহ এবং লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ক্রোধ উৎপত্তি হলে ক্ষমা করে।* যারা তাদের রবের নির্দেশ মেনে চলে, সালাত কায়েম করে এবং নিজেদের সবকাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়, আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। এবং তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করা হলে তার মোকাবেলা করে।" (সূরা আশ-শুরা ৩৬-৩৯)

www.pathagar.com

বড় গুনাহ কি?

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আল কুরআনের পাতায় পাতায় বড় বড় গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেই গুনাহসমূহ আমাদের সমাজের মুসলিমেরা করে করে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে এসব কাজকে বড় গুনাহ তো দূরের কথা যেন গুনাহই মনে করে না। যেমন-

১. নামাযে অবহেলা করা
২. যাকাত না দেয়া
৩. বিনা ওজরে রমজানের রোজা ভংগ করা
৪. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করা
৫. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া
৬. ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা
৭. গর্ব বা অহংকার করা
৮. মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা শপথ করা
৯. মদ্যপান করা
১০. তাহলিল বা হিলা বিবাহ করা বা দেওয়া
১১. দুর্বল শ্রেণী বা কর্মচারীর সাথে খারাপ ব্যবহার করা
১২. সৎ ও আল্লাভীরু বান্দাদের কষ্ট দেয়া
১৩. মাপে বা ওজনে কম দেয়া
১৪. ওয়ারিশকে ঠকানো
১৫. ভবিষ্যত বক্তা বা জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা
১৬. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করা
১৭. জুয়া খেলা।

উপরোক্ত কাজগুলো সবই বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যাকে বলে কবীরা গুনাহ। আমি চুরি, ডাকাতি, সুদ-ঘুষের কথা আমার এই তালিকায় লিখি নাই। কারণ এই কাজ চারটিকে সবাই খারাপ কাজ বলেই জানে এবং বিরত থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু যে বদ কাজগুলোর আমি তালিকা পেশ করেছি সে কাজগুলো আমাদের চরিত্রে যেন মিশে গেছে। এইসব কাজে অভ্যস্ত থেকেও মানুষ নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। মৃত্যুর পরে "আলা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ বলে কবরে শায়িত করে।

www.pathagar.com

১. নামাযে অবহেলা করা

আমাদের দেশ ৯৮% মুসলমানের দেশ। এই ৯৮% এর মধ্যে হয় ৯০% মানুষই নামায পড়ে না। আর যারা পড়ে তাদের মধ্যে অনেকেই ঠিকমতো পড়ে না- সময় মতো পড়ে না নিয়ম মতো পড়ে না।

যারা নামাজ পড়েনা তাদের মধ্যে কোনো অনুতাপ-অনুশোচনাও নেই। বরং কেউ কেউ তো বেশ দেমাগের সাথেই বলে 'নামাজ না পড়লে কি হবে ঈমান ঠিক আছে। অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন, "মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নামাজ ত্যাগ করা।" (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিল আল্লাহর যিম্মাদারী থেকে বের হয়ে গেল। তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, তার আমল নষ্ট হয়ে গেল।"

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে যতোবার নামাজ বা সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন তা অন্যকোন ইবাদাতের জন্য দেন নি।

ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে সময় মতো সালাত আদায় করে এবং রুকু সিজদায় খেয়াল রেখে মনোনিবেশের সাথে সালাত আদায় করে অবশ্যই আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। আর যে তা করবে না তার অপরাধ মাফ করে দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহর কোনো দায়িত্ব নেই। (আবু দাউদ)

সালাত থেকে মুসলিম বান্দার মুক্তি নেই। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম বলেছেন- দাঁড়িয়ে নামাজ পড়। আর তাও যদি সম্ভব না হয় কাত হয়ে নামাজ পড়। এটা সম্ভব না হলে ইশারা করে নামাজ পড়। (বুখারী)

তার মানে (উপরের হাদিস অনুযায়ী) নামাজ ত্যাগ করার কোনো উপায় নেই। ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, শিরকের পর সবচেয়ে জঘন্য কবীরা গুনাহ হচ্ছে সময়মতো নামাজ না পড়া। হযরত ইবরাহীম নখরী (রহ.) বলেন, "যে নামাজ ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।" অথচ বেনামাজি মুসলমানে ভরে গেছে আমাদের সমাজ। নামাজ না পড়েও তারা যে ভালো মানুষ-খাঁটি মুসলমান, একথা প্রমাণ করার জন্য তর্ক-বিতর্ক করে। যুক্তি উপস্থাপন করে। আর সমাজে এদের সংখ্যাই বেশি।

এতো গেলো নামাজ ছেড়ে দেওয়া লোকদের কথা। যারা ইচ্ছা হলে নামাজ পড়ে, ইচ্ছা না হলে না পড়ে তাদের কথা:

www.pathagar.com

আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নামাজ পাঁচ ওয়াক্তই পড়ে কিন্তু তারা কিয়াম, কিরাত, রুকু, সেজদা, জলসা কোনোটাই ঠিক মতো করে না তাদের নামাজ হয় না। তাদের পরিণাম বেনামাজিদের মতোই।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল, রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে বসা ছিলেন। অতঃপর লোকটি নামাজ পড়ল। নামাজ শেষে এসে নবী (সা.)-কে সালাম করল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, "ফিরে যাও, আবার নামাজ পড়। কেননা তুমি নামাজ পড়নি।" সে ফিরে গিয়ে আবার নামাজ পড়ে কাছে এসে নবীজীকে সালাম করল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আবার বললেন: "ফিরে যাও আবার নামাজ পড়, তুমি নামাজ পড়নি।" এভাবে লোকটি তিনবার নামাজ পড়া শেষে আরয করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন,তাঁর শপথ! এর চেয়ে ভালোভাবে নামাজ পড়ার নিয়ম আমার জানা নেই! আমায় শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: যখন নামাজে দাঁড়াবে প্রথমে তাকবীর বলবে। অতঃপর তোমার সাধ্যানুযায়ী কুরআন পড়। তারপর রুকু কর এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। অতঃপর সোজা হয়ে বস। আবার সিজদায় গিয়ে স্থির হও। এভাবে বাকী রাকায়াতও সম্পন্ন করে নামাজ শেষ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সা.) আরো বলেন: "সেই নামাজ মুনাফিকের নামাজ যাতে বসে বসে সূর্যের জন্য প্রতীক্ষা করা হয়। সূর্য যেই শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে আসে, অমনি উঠে দ্রুত চারবার মাথা ঠুকে নেয়। তাতে আল্লাহর যিকির খুব কমই করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী (রা.) বলেন: একদিন রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে নামাজ শেষ করে বসলেন। এমন সময় এক লোক এসে নামাজে দাঁড়াল। সে এমনভাবে নামাজ পড়তে লাগলো, মনে হলো যেন দ্রুত রুকু শেষ করে সিজদায় ঠোকর মারছে। রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা ঐ লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখ। সে যদি এ অবস্থায় মারা যায়, তবে উম্মতে মুহাম্মদীর বাইরে মারা যাবে। কাক যেমন রক্তে ঠোকর মারে, নামাজে সে তেমনিভাবে ঠোকর মারছে। (ইবনে খুযায়মা)

আমি অনেক নামাজিকে দেখেছি যারা কাকের রক্তে ঠোকর মারার মতোই নামাজ পড়ে। উপরের হাদিস তিনটিতে কিভাবে নামাজ পড়তে হবে আর কিভাবে পড়লে নামাজ হবে না রাসূলুল্লাহ (সা.) তা সুন্দরভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। এরপর তো ভুল হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। সুন্দর ও

www.pathagar.com

সুচারুভাবে নামাজ পড়ার সুফল ও ত্রুটিপূর্ণ নামাজের কুফল সম্পর্কে নবী (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করে নামাযে দাঁড়ায়, রুকু, সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে এবং কিরায়াত সহীহভাবে তিলাওয়াত করে নামাজ শেষ করে, নামাজ তাকে বলে: তুমি যেমন আমাকে হিফাজত করেছ, আল্লাহপাকও তেমনিভাবে তোমাকে হিফাজত করুন। অত:পর উক্ত নামাজ নূর বিকিরণ করতে করতে আসমানে যেতে থাকে। তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায়। অত:পর তা আল্লাহর সমীপে পৌছে সেই নামাজির জন্য সুপারিশকরে। আর যদি রুকু, সিজদা ও কিরায়াত সঠিকভাবে না করে তবে নামাজ তাকে বলে: তুমি যেমন আমাকে ধ্বংস করলে তেমনি আল্লাহপাকও তোমাকে ধ্বংস করুন। অত:পর তা নিকষ কালো বর্ণ ধারণ করে উপরে উঠতে থাকে। তার জন্য আসমানের দুয়ারসমূহ বন্ধ হয়ে যায় এবং উক্ত নামাযকে পুরনো কাপড়ের মতো নামাজির মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হবে। (বায়হাকী)

হাসান বসরী (রহ.) বলেন: হে আদম সন্তান! তোমার কাছে যদি নামাজ গুরুত্বহীন হয়, তবে ধর্মের আর কোন বিষয়টি তোমার কাছে গুরুত্ব পাবে? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: হাশরের দিন বান্দার আমলগুলোর মধ্যে প্রথমে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সে যদি যথাযথভাবে নামাজ আদায় করে থাকে, তবে সাফল্য ও মুক্তি লাভ করবে। আর যদি নামাজ অসম্পূর্ণ হয় তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বান্দার ফরজ নামাজে কোনো ঘাটতি পড়লে আল্লাহ বলবেন, "দেখ বান্দার কোনো নফল নামাজ আছে কিনা? যদি পাওয়া যায় তবে তা দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূর্ণ করা হবে। (তিরমিযী)

বিনা ওজরে জামায়াত ত্যাগ (পুরুষদের জন্য)

অনেক শিক্ষিত ধার্মিক নামে পরিচিত লোককে দেখেছি তারা মেয়ে মানুষের মতো ঘরে বসে নামাজ পড়ে। অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমার ইচ্ছা হয় নামাজের নির্দেশ জারি করি, আর এক লোকের ইমামতে নামাজের জামায়াত শুরু হোক, অত:পর আমি শুকনো লাকড়ি বহনকারী একদল লোক নিয়ে ঐ লোকদের বাড়িতে গিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই- যারা জামায়াতে হাযির হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূল (সা.) কাছে মসজিদে জামায়াতে নামাজে না আসার জন্য অনুমতি চাইল। রাসূল (সা.) বললেন, "তুমি কি আজান শুনতে পাও? লোকটি বলল, জি হ্যাঁ শুনতে পাই। নবী করীম (সা.) বললেন তাহলে মসজিদে উপস্থিত হবে। (মুসলিম)

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হল, এক লোক সারাদিন রোযা রাখে এবং সারা রাত নামাজ পড়ে, কিন্তু ফরজ নামাজের জামায়াতে শরীক হয় না তার কি ফায়সালা? তিনি বললেন, এ অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে যাবে।

ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বলেন, রাসূল (সা.) বলেন: আজান শোনার পর বিনা ওযরে যে ব্যক্তি নামাজের জামায়াতে শরিক হয় না তার একাকি নামাজ পড়া কবুল হবে না। জানতে চাওয়া হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওজর বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন: বিপদ অথবা রোগব্যধি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

জামায়াতে নামাজের এত তাগিদ থাকা সত্ত্বেও যারা ঘরে বসে নামাজ পড়ে জানি না তারা সেদিন কি জবাব দেবে। এদিকে এইসব পুরুষদের দেখাদেখি তাদের ছেলেরাও ঘরেই নামাজ পড়ে। মায়েরা মসজিদে যেতে পীড়াপিড়ী করলে ছেলেরা বিরক্ত হয় বলে, আম্মুর শুধু বাড়াবাড়ি- আব্বু বুঝি কম বোঝে?

এইসব আব্বুদের বোঝানের ক্ষমতা আমার নেই। এরা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সন্তানদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

২. যাকাত না দেওয়া

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সালাতের (নামাজ) সাথে যাকাত ফরজ করেছেন। "আক্বিমুস সালাতা ওয়া আতুস যাকাতা।" সালাত (নামাজ) কায়েম কর এবং যাকাত আদায় করো।" আল কুরআনে আল্লাহ বার বার এই আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ যা করার আদেশ করেছেন তা পালন করা ফরজ, না করা কবীরা গুনাহ আর অস্বীকার করা হলো কুফরি করা।

অর্থাৎ যাকাত দেওয়া ফরজ। যাকাত না দেওয়া কবীরা গুনাহ। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করলে হবে কুফরী করা। কিন্তু আমাদের সমাজের অনেকেই যাকাত দেয় না। সরকার নির্ধারিত কর যেভাবে ফাঁকি দেয়, যাকাতও সেইভাবে ফাঁকি দিতে চায়।

একজন ধনী বয়স্ক ভদ্রমহিলা। তাকে আমি আপা বলেই ডাকি। আমাদের যাকাত ফান্ডে তাকে যাকাত দিতে বলতেই তিনি বললেন, আমার তো যাকাত হয় না। অবাক হলাম, বললাম সে কি কথা আপনার তো অনেক গহনা...। কথা শেষ করতে না দিয়ে ভদ্র মহিলা বললেন: হ্যাঁ, আমার আঠারো ভরি সোনার গহনা ছিল তা আমি আমার তিন মেয়ে আর তিন ছেলেকে ভাগ করে দিয়ে দিয়েছি। আমার এক এক সন্তান তিন ভরি করে সোনা পেয়েছে। অতএব ওদের তো যাকাতদিতে হবে না। আর আমার তো কোনো সোনাই নেই।" তার তিন

www.pathagar.com

মেয়ে তিন ছেলে কারোই বিয়ে শাদী হয়নি। বললাম, গহনাগুলো রেখেছেন কোথায়? আপনার সিন্ধুকেই রেখেছেন না?"

"হ্যাঁ রাখব আর কোথায়? আমাদের সিন্ধুকেই রাখা হয়েছে। বললাম, আপনার সাথে যে গহনাগুলো আছে তা? মহিলা বললেন: এসব আমার ছেলেদের। বললাম আপা এই মুহূর্তে যদি আপনার বিশেষ কোনো প্রয়োজনে অনেক টাকার দরকার হয়। আর গহনাগুলো বিক্রি করা লাগে তখন কিন্তু আপনি করবেন। ছেলেমেয়েরা আপত্তি করলেও শুনবেন না। কারণ গহনাগুলো আপনার। আপনি যদি মনে করেন এইভাবে আল্লাহকে ফাঁকি দেবেন তো দেন। আখেরাতেই বোঝা যাবে বিষয়টা।

এমনিভাবে অনেকেই ছল চাতুরী করে যাকাত দেওয়া থেকে বিরত থাকে। অথচ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, যারা আল্লাহর দেয়া সম্পদ নিয়ে কৃপণতা করে, তারা যেন এই কৃপণতাকে নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ। কৃপণতা করে তারা যা কিছু জমাচ্ছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে।" (সূরা আলে ইমরান- ১৮০)

তিনি আবার বলেন, সেই মুশরিকদের জন্য ধ্বংস যারা যাকাত প্রদান করে না।" (সূরা হা-মিম আস্ সাজদা ৬-৭)

মহান আল্লাহ আরো বলেন: যারা সোনা রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। সেদিন এই সোনা রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। অত:পর তা দিয়ে তাদের কপালে, পিঠে ও পার্শ্বে সেঁক দেয়া হবে। আর বলা হবে এই হলো সেই সম্পদ তোমরা যা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। অতএব তোমরা তোমাদের জমাকৃত সম্পদের মজা ভোগ কর। (সূরা আত-তাওবা ৩৪-৩৫)

উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবীরা খুব চিন্তা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হলো তখন মুসলমানদের নিকট এটা খুব ভারী মনে হলো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি আপনাদের এ কষ্ট দূর করব। অত:পর তিনি নবী করীম (সা.) নিকট গেলেন এবং বললেন: হে আল্লাহর নবী এ আয়াতটি আপনার সাহাবীদের ভারী বোধ হচ্ছে, তবে কি আমরা কোনো মালই সংরক্ষণ করতে পারব না? নবী করীম (সা.) বললেন, "আল্লাহ তায়ালা এ উদ্দেশ্যেই যাকাত ফরজ করেছেন যাতে তোমাদের অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করে নাও। (অর্থাৎ যাকাত প্রদানের পর বাকী সমস্ত মালই পবিত্র ও সংরক্ষণযোগ্য হয়ে যায়) আল্লাহ মীরাসকে ফরজ

www.pathagar.com

করেছেন, যাতে তা তোমাদের পরবর্তীদের জন্য হয়। (যদি মাল মোটেই জমা না হয় তবে মীরাস আসবে কোথা থেকে?) রাবী বলেন: হযরত ওমর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা শুনে খুশীতে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। (আবু দাউদ)

ওশর

ফসলের যাকাতকে বলে ওশর। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ-সম্পদ তোমরা উপার্জন করছো এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য নির্গত করছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা যেন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস বাছাই করার চেষ্টা না করো। অথচ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তাহলে তোমরা কখনও তা নিতে রাযী হও না। যদি না তা নেবার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। তোমাদের জেনে রাখা উচিত আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।" (সূরা বাকারা ২৬৭)

আবার বলেছেন, "সেই আল্লাহই নানা প্রকার লতাগুল্ম, বাগান ও খেজুর বিথী সৃষ্টি করেছেন, শস্য উৎপাদন করেছেন, তা থেকে নানা প্রকার খাদ্য সংগৃহিত হয়। যাইতুন ও ডালিম গাছ সৃষ্টি করেছেন, এসব ফলের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও স্বাদ বিভিন্ন। তোমরা এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং **ক্ষেতের ফসল কাটার সময় আল্লাহর প্রাপ্য পরিশোধ করো। আর সীমা অতিক্রম করো না।** কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (সূরা আনআম ১৪১)

উপরের আয়াত দুটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি জমির ফসল থেকে আমাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। একে বলা হয়েছে আল্লাহর প্রাপ্য রাসূল (সা.) এই ফসলের যাকাতের নাম বলেছেন ওশর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে জমিনে আকাশ অথবা প্রবাহমান কূপ পানি দান করে অথবা যদি নদী-নালা দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে ওশর (দশ ভাগের এক ভাগ) আর যা সেচ দ্বারা সিক্ত হয় তাতে অর্ধ ওশর (বিশ ভাগের একভাগ) যাকাত দিতে হয়। (বুখারী)

কোনো কৃষক যদি ফসলের যাকাত না দেয় তার সমুদয় ফসল হারাম বলে গণ্য হবে। কৃষক হয়তো মনে করবে সে সুদ খায়না ঘুষ খায়না কষ্ট করে জমিতে ফসল উৎপাদন করে। তার রুজি পরিপূর্ণভাবে হালাল। কিন্তু যদি সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত আদায় না করে তাহলে তার রুজী হালাল হবে না। এই ব্যাপারে আমাদের সমাজের মানুষ বড়ই উদাসীন। অথচ যাকাত না দেওয়ার

www.pathagar.com

পরিণতি সম্পর্কে কঠিন হুঁশিয়ারী করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে তার যাকাত দেয় না কিয়ামতের দিন সে সম্পদ একটি বিষধর সাপের রূপ ধারণ করবে। তার কপালের উপর দুটি কালো চিহ্ন থাকবে। কিয়ামতের দিন তা তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। অত:পর তা তার মুখের দু'গাল কিংবা দু কর্ণ সংলগ্ন মাংসপিণ্ডের গোশত খাবে ও বলতে থাকবে: আমি তোমার মালসম্পদ। আমিই তোমার সঞ্চিত বিত্ত, সম্পত্তি। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. বিনা ওজরে রমজানের রোজা ভংগ করা

সমাজের অধিকাংশ মানুষের দিকে তাকালে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। এরা নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয় অথচ রমজানের সিয়াম পালন করে না। রোজা নাই ক্যান জিজ্ঞেস করলে বলে, পেটে খুব গ্যাস হয়.... তাই এই সব রোজা তারা পরে করেও দেয় না কিংবা ফিদিয়াও দেয় না। অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বিনা ওজরে রমজানের একটি রোজা পরিত্যাগ করবে, সে যদি এরপর সারা জীবন রোজা রাখে তথাপি তার ক্ষতিপূরণ হবে না। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

১৫/১৬ বছরের অনেক ছেলে মেয়েকেই মা বাবা রোজা রাখতে দেয় না। পড়াশুনা করতে পারবে না, পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল হবে না এই আশংকায়। অথচ ছোট থেকে রোজা রাখার অভ্যাস না করলে যে এই ছেলে কিংবা মেয়ে পরবর্তীতে বড় হয়েও রোজা করবে না। তখন আখেরাতের পরীক্ষায় ফেল করবে বাবা মা সহ।

মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা বাকারা ১৮৫)

যে কাজ ফরজ করা হয়েছে তা সেচ্ছায় ছেড়ে দিলে কুফরি করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর- ১. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দেয়া, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত দেয়া ৪. হজ্ব করা ও ৫. রমজানের সিয়াম পালন করা।

এই পাঁচটির মধ্যে দুইটি (যাকাত ও হজ্ব) শর্ত সাপেক্ষ। অর্থাৎ যদি তাদের ধন-সম্পদ থাকে। এই জন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: ইসলামের শিকড় ও বুনিয়াদ তিনটি: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এ সাক্ষ্য দেয়া, সালাত ও

www.pathagar.com

রমজানের রোজা পালন করা। যে ব্যক্তি এর কোনো একটি তরক করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আমরা এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। (কবীরা গুনাহ পৃষ্ঠা ৩৭)

অনেককে দেখা যায় রমজান মাসে রোজা করে (বিশেষ করে মহিলারা) তারাবিহ নামাজও পড়ে কিন্তু রমজান শেষ হয়ে গেলে ফরজ নামাজই পড়ে না। এরাও মুমিনের পর্যায়ে থাকে না। আবার এমন কিছু রোজাদার আছে যাদের রোজাকে বলা হয় ব্যর্থ রোজা। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ পরিত্যাগ করতে না পারল তার খাদ্য-পানীয় পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

৪. সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করা

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কামনা বাসনা ও আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্ব করে সে যেন মাতৃগর্ভ হতে সন্তান যেমন নিষ্পাপ জন্মগ্রহণ করে, সেরূপ নিষ্পাপ হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি সেখানে পৌছার সামর্থ্য রাখে তারা যেন এ গৃহের হজ্ব সম্পন্ন করে। এটি তাদের ওপর আল্লাহর অধিকার। (সূরা আলে ইমরান)

রাসূল (সা.) আরও বলেন: আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌছে হজ্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় বাহন ও পাথেয় যার আছে সে যদি হজ্ব না করে তবে ইহুদী, খ্রিষ্টান হয়ে মরুক তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। (মুসলিম)

হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন: "আমার ইচ্ছা হয় এসব শহরে লোক পাঠিয়ে খবর নেই যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব সমাপন করছে না তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করি। ওরা মুসলিম নয়, ওরা মুসলিম নয়। (মুনতাকী)

মুসলিম শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণ করা। যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণ করেই থাকে, তাহলে হজ্বের ন্যায় মহান ইবাদত থেকে সে বিনা কারণে কি করে বিরত থাকতে পারে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- যে ব্যক্তির নিকট হজ্ব করার মত অর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করল না কিংবা যাকাত দেওয়ার মতো সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যাকাত প্রদান করল না সে মৃত্যুকালে আরেকটু দীর্ঘ হায়াত পেলে আল্লাহর প্রাপ্য হক

www.pathagar.com

পরিশোধ করতে পারত বলে আফসোস করবে। জনৈক ব্যক্তি বলল: হে ইবনে আব্বাস! আল্লাহকে ভয় করুন। মৃত্যুকালে কাফেররাই এরূপ আফসোস করবে। ইবনে আব্বাস বললেন: আমি যা বলেছি তার প্রমাণ হিসাবে আমি এক্ষণি তোমাকে কুরআনের আয়াত পড়ে শোনাচ্ছি। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আমার দেওয়া সম্পদ থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। তখন সে বলবে: হে আমার রব আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলে না ক্যান? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" (সূরা মুনাফিকুন ১০)

এরপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞাসা করা হয় যাকাত কখন ফরজ হয়? তিনি বললেন, যখন দুইশত দিরহাম পরিমাণ সম্পদ জমা হয় (আনুমানিক দশ হাজার টাকার সম্পদপরিমাণ)। অত:পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো হজ্ব কিসে ফরজ হয়? তিনি জবাব দিলেন, যখন যাতায়াতের খরচ বহনে সক্ষম হয়। (তিরমিযী, ইবনে কাসির)

আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের হজ্ব ফরজ হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বিলাসিতায়, বিভিন্ন দেশ বিদেশ ভ্রমণে তারা প্রচুর খরচ করে কিন্তু হজ্ব করে না। অথচ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্ব করে না তাকে রাসূল (সা.) মুসলিম বলেই স্বীকার করেন নি। জানিনা এইসব ধনী ব্যক্তিরা সেদিন আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবে যারা হজ্ব করেনি।

৫. পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া

মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা ইরশাদ করেছেন, "তোমার প্রতিপালক ফায়সালা করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের উভয়ের সেবা যত্ন করবে ও তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করবে। তোমাদের কাছে তাদের দু'জন কিংবা কোনো একজন যদি বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে তাদেরকে ওহ্ পর্যন্ত বলো না। তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলে: হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাইল ২৩-২৪)

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেছেন: "আর স্মরণ কর যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছিল। তিনি বললেন, হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। বাস্তবিকই শিরক অনেক বড় জুলুম। আর মূলত আমি নিজেই মানুষকে

www.pathagar.com

তার পিতা মাতার অধিকার চিনে নেবার জন্য তাকিদ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ (এবং প্রসব) করেছে। এবং দু'বছর লাগে তার দুধ ছাড়াতে।

আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লুকমান ১৩-১৪)

লক্ষ্যণীয় যে মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা কীভাবে নিজের হকের সাথে পিতামাতার হককেও যুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: তিনটি আয়াত তিনটি জিনিসের সাথে যুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছে। এর একটি বাদে অপরটি কবুল হয় না। প্রথমটিতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- "আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো।" যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানল রাসূল (সা.)কে মানবে না তার আল্লাহকে মানা কবুল হবে না। দ্বিতীয়টিতে আল্লাহ বলেন- "তোমরা নামাজ কায়েম করো ও যাকাত দাও।" যে ব্যক্তি নামাজ পড়বে কিন্তু যাকাত দেবে না তার নামাজ কবুল হবে না। তৃতীয়টিতে আল্লাহ বলেন: "তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না তার আল্লাহর কৃতজ্ঞতা অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য।

এ জন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন: পিতামাতার সন্তোষে আল্লাহর সন্তোষ নিহিত এবং পিতামাতার অসন্তোষে আল্লাহর অসন্তোষ নিহিত। (জামে আত্ তিরমিযী)

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ কি তা কি আমি তোমাদের জানাবো? তা হচ্ছে- আল্লাহর সাথে শিরক করা ও পিতামাতার সাথে অসদাচরণ।" (বুখারী, মুসলিম)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার, অযত্ন ও অবহেলাকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সমান্তরালে রাখা হয়েছে।

হযরত আমর বিন মুররা আল জুহানী (রা.) বলেন: এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি রমজানের রোজা রাখি, যাকাত দেই, হজ্ব করি, তাহলে আমার কি লাভ হবে? তিনি বললেন: এসব কাজ যে ব্যক্তি ঠিকমতো সম্পন্ন করবে সে নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীল বান্দাগণের সংগী হবে। তবে পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করলে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।" (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, ইবনে হাব্বান, ইবনে খুযাইমা) আফসোস! আমাদের সমাজে মাতা পিতার সাথে দুর্ব্যবহারকারী লোকের সংখ্যা খুবই বেশি।

www.pathagar.com

আমি এই এলাকায় এসেছি ২০/২২ বছর হয়ে গেল। এখানে এসে যাদেরকে আমি গৃহকর্ত্রী হিসেবে পেয়েছি তাদেরকে দেখেছি শ্বশুর এবং শ্বাশুড়ীর সাথে দুর্ব্যবহার করতে। আজ বিশ বছর পর তারা সবাই শ্বাশুড়ীর ভূমিকায় চলে এসেছেন; এখন তাদের পুত্র এবং পুত্রবধুরা তাদের সাথে বেশ দুর্ব্যবহার করে। এতো গেল দুনিয়ার পাওনা আখেরাতের পাওনা তো পড়েই আছে।

সাহাবী আলকামার ঘটনা আমরা প্রায় সবাই জানি। যে নামাজ রোজা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ সব করার পরও মৃত্যুর সময় কলেমা উচ্চারণ করতে পারছিল না, কারণ তার মা তার ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। রাসূল (সা.) তার মায়ের সামনেই তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে চাইলেন। আল কামার মা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমার সামনেই আমার ছেলেকে আগুন দিয়ে পোড়াবেন তা আমি কি করে সহ্য করব?" রাসূল (সা.) বললেন: ওহে আলকামার মা আল্লাহর আযাব এর চেয়েও কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী। এখন আপনি যদি চান আল্লাহ আপনার ছেলেকে মাফ করে দিক তা হলে তাকে আপনি মাফ করে দিন এবং সন্তুষ্ট হয়ে যান। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, যতক্ষণ আপনি তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন, ততক্ষণ নামাজ, রোজা ও সাদকা দিয়ে আলকামার কোনো লাভ হবে না।" একথা শুনে বৃদ্ধা রাসূলকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি আল্লাহর রাসূলকে সাক্ষি রেখে বলছি আমি আল কামাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমার ছেলের জন্যে দোয়া করুন। ইতিমধ্যে সবাই শুনতে পেল আল কামা জোরে জোরে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছে। অত:পর আলকামা সেই দিনই ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ নিজে তার জানাযার নামাজ পড়ান এবং দাফনে শরীক হন। অত:পর তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলেন: হে আনসার ও মুহাজিরগণ! যে ব্যক্তি মায়ের উপর স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেয়, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ তার পক্ষে কোন সুপারিশ কবুল করবেন না। কেবল তওবা করে ও মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করলেই নিস্তার পাওয়া যাবে। মনে রাখবে মায়ের সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মায়ের অসন্তোষেই আল্লাহর অসন্তোষ।" এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তাবারানী ও ইমাম আহমাদ)

৬. ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা

মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা বলেন: "যারা ইয়াতিমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট পূর্ণ করে এবং তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হবে।" (সূরা নিসা- ১০)

www.pathagar.com

আবার বলেছেন: "তোমরা ইয়াতিমের সম্পত্তির কাছেও যেও না। তবে উত্তম পন্থায় তাদের বয়ো:প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তদারকী করতে পার।" (সূরা আনয়াম-১৫২)

ইয়াতিমের সম্পত্তি আত্মসাতের ব্যাপারে রাসূল (সা.) কড়া সাবধান বানী উচ্চারণ করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন, "চার শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ ও তার নিয়ামত ভোগ করতে দেয়া হবে না। তারা হলো-১. মদখোর, ২. সুদখোর, ৩. ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারী, ৪. মাতা-পিতার অবাধ্যচারী। যতোক্ষণ না তারা তওবা করে।"

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: মিরাজের রাতে আমি এমন কিছু লোককে দেখলাম যাদের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে অপর কতক লোক যারা (ফেরেশতা) তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা ঐ লোকদের মুখের চোয়ালখুলে হা করাচ্ছে, আর অপর কয়েকজন জাহান্নাম থেকে (আগুনের) পাথরের টুকরো এনে তাদের গলায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সংগে সংগে পাথরগুলো তাদের মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, যারা ইয়াতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তারা। তারা কেবল আগুনই খেয়ে থাকে। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কতক লোককে এমন অবস্থায় কবর থেকে উঠাবেন যাদের পেট থেকে আগুন নির্গত হবে এবং তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে। সাহাবীগণ আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল, ওরা কারা? রাসূল (সা.) বললেন- আল্লাহ তায়ালার এই বাণীটি তুমি পড়নি যে, যারা ইয়াতিমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ঢুকায় না।

অথচ ইয়াতিমের লালন পালনকারীদের জন্য রাসূল (সা.) কতো বড় সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন: আমি ও ইয়াতিমের ভরণপোষণকারী অভিভাবক জান্নাতে এভাবে থাকব।" বলে তিনি হাতের দুই আঙ্গুল তুলে দেখান। (বুখারী)

রাসূল (সা.) আবার বলেছেন: "ইয়াতিম চাই সে আপন হোক বা পর হোক তার ভরণপোষণকারী ও আমি জান্নাতে এই দুই আঙ্গুলের মতো থাকবো।" বলে তিনি দুটি আঙ্গুল দেখান।

ইয়াতিমের ভরণপোষণ বলতে বুঝায় তার দায়দায়িত্ব বহন করা। তার ধনসম্পদ থেকে থাকলে তা থেকে তার খাদ্য ও পোশাক ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং ঐ সম্পদ যাতে উত্তরোত্তর বাড়ে তার ব্যবস্থা করা। আর যদি তার কোনো সম্পদ না থেকে থাকে তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের সম্পদ থেকে

www.pathagar.com

তার ভরণপোষণ করা। হাদীসে যে 'আপন ও পর' কথাটা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, সে আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয় কেউ হোক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, অভিভাবক তার দাদা, চাচা, মা, ভাই মায়ের পরবর্তী স্বামী, মামা অথবা অন্য কোন আত্মীয় হলে সে তার আপনজন। তা না হলে পর।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দিক নির্দেশনায় ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের এমন ভয়াবহ শাস্তি এবং প্রতিপালন কারীদের পরম পুরস্কারের ঘোষণা থাকলেও যারা ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করে তাদের কি ঈমান আছে? আমি ঐসব লোকদের দেখেছি যারা নিজের মৃত ভাইয়ের সন্তানদের বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। তারপর সেই ছেলেরা কিভাবে বড় হলো কোনোদিন খোঁজও নেয়নি- সেই ব্যক্তির দুনিয়ায় করুণ পরিণতি আমি দেখেছি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সেই ইয়াতিম বালক দুটিকে তাঁর বিশেষ রহমত আর নিয়ামত দিয়ে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর ঐ ব্যক্তি সর্বস্বান্ত ও দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে আমাকে অনুরোধ করেছিল যেন ভ্রাতুষ্পুত্ররা তাকে একটু সাহায্য করে। বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি প্রায় ৬০/৭০ বিঘা জমির একটুও ভাইয়ের ছেলেদের দেয়নি। আর তা রক্ষাও করতে পারেনি। তার তিনটা ছেলে একটাও মানুষ হয়নি। এতো গেলো দুনিয়ার পাওনা। ভাবতে গেলে সত্যি ভয় লাগে আখেরাতে কি হবে এই ব্যক্তির? আমি তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও বিধবা ভাবীকে বলেছিলাম তার কথা। শুনেছি তারা তাকে দেখতে গেছে এবং শেষ সময়ে কিছু আর্থিক সহযোগিতাও করেছে।

এই ধরনের ঘটনা আরো অনেক আছে। আমার মনে হয় আমাদের সমাজে কুরআন এবং হাদীসের চর্চা নেই বলেই এই অবস্থা।

৭. গর্ব বা অহংকার করা

একবার দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়েছিলাম সাপাহার চৌধুরী বাড়িতে। ভদ্র মহিলা কলেজের প্রভাষক। আমাদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করলেন। আমি আর আমিনা আপা গিয়েছিলাম। বিভিন্ন কথা বার্তার পর খন্দকার আবুল খায়েরের লেখা দু'খানা বই দিয়ে আসলাম পড়তে। আমাদের সাপ্তাহিক মাহফিলে আসার দাওয়াত দিলাম। ভদ্র মহিলা বললেন, কি করে যাব আপা? চাকুরী করে, ঘর-সংসার করে শেষে আর সময় পাইনা। দেখি এক ছুটিরদিনে যদি পারি.....।"

ভদ্র মহিলা আমাদের আপ্যায়ন করালেন,তার ব্যবহার এবং কথাবার্তা আমার খুব ভালো লাগলো। আমরা চলে আসার সময় আস্তে আস্তে বললেন, "এ বাড়ির লোকজন একটু অন্যরকম তো.....।"

www.pathagar.com

পথে আসতে আসতে আমিনা আপা "এ বাড়ির লোকজন একটু অন্যরকম" বাক্যের ব্যাখ্যা করে শোনালেন। এই বাড়ি মানে চৌধুরী বাড়ি। একসময় সাপাহার এলাকার জমিদার বাড়ি ছিল। তাদের সেই জমিদারী না থাকলেও জমিদারীর অহংকারটা পুরোপুরিই আছে। তাই তাদের বাড়ির বউ-ঝিরা অন্য কোনো বাড়িতে যাবে এটা তারা বরদাশত করতে পারে না।

যাহোক বিষয়টা পরের দিনই আমি হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। সাপাহার আমার বাসা ছিল একদম বাজারের মধ্যে। আমার বাসার সামনের দোকানে বেশ হইচই শুনতে পেলাম। জানালা খুলে তাকিয়ে দেখি ইঞ্জিনিয়ার নূরের সাথে এক লোক খুব চিল্লাপাল্লা করছে। এক পর্যায়ে নূরের হাতে দুইটা বই ধরিয়ে দিয়ে লোকটা হন হন করে চলে গেল। রাগে অপমানে নূরের ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেছে। দোকানের অন্যান্য লোকেরা নূরকে সান্তনা দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বই দু'খানা নিয়ে নূর বাসায় আসলেন। বই দু'খানা আমার হাতে দিয়ে খুব শান্তভাবে বললেন, বৈঠকের দাওয়াত দিতে চৌধুরী বাড়ি গেছিলে না? থতমত খেয়ে বল্লাম গেছিলাম, তা ঐ লোক কে? অত চিল্লাপাল্লাই বা করছে কেন? নূর বললেন: তুমি এই বই যাকে দিয়েছিলে এই লোক তার ছোট দেবর। ঐ লোকের নাম আজম চৌধুরী। সে বলল, তার ভাবী তোমার চেয়ে অনেক শিক্ষিত। আই.এ-বি.এ ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের পড়ায়। অতএব তোমার কাছে তার শিক্ষার কিছু নেই। আর ঐ দুটি চটি বই তাকে তুমি পড়তে দিয়েছ কেন? তার ঘরে অনেক বড় বড় বই আছে। তুমি অশিক্ষিত ও মূর্খ, দরিদ্র শ্রেণীর কাছে দাওয়াত দাও তাই দিতে থাক। চৌধুরী বাড়ির মতো উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন বাড়ির উচ্চশিক্ষিত বউ ঝিদের কাছে তোমার যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। নূর আরো অনেকক্ষণ কি কি যেন আমাকে বললেন। শেষের দিকে আমি আর কিছু শুনতে পাইনি। আমার মন তখন চলে গিয়েছিল ১৪০০ বছর আগে। কুরাইশ বংশের মহিলাদের কাছে দাওয়াত দিতে দিয়েছিলেন এক বেদুইন নারী। কুরাইশ পুরুষেরা তাকে অপমান, অপদস্ত করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। এই একবিংশ শতাব্দীতেও সেই হুংকার। সেই বংশীয় গৌরব। ১৪০০ বছর আগের সেই অহংকারী মানুষগুলো ছিল মুশরিক। কিন্তু আজকের অহংকারীরা তো নিজেদেরকে মুসলিম বলেই দাবী করে।

অবশ্য মুসলিম শব্দের অর্থ- অনুগত। আর অহংকারীতো দুর্বিনীত। মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা বলেন, "আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম: আদমকে সিজদা কর। সকলেই সিজদা করল। কেবল ইবলিস ব্যতীত। সে অস্বীকার ও অহংকার করল। সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (সূরা বাকারা ৩৪)

আল্লাহর আদেশকে যে অহংকার বশত অমান্য, অবহেলা করে আল্লাহর প্রতি

www.pathagar.com

তার ঈমান থাকলেও তার কোনো লাভ হবে না। ইবলিসেরও আল্লাহর প্রতি ঈমান ছিল এবং আছে। তথাপি সে কাফের। নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, অন্যদেরকে নিজের তুলনায় ক্ষুদ্র ও অধম মনে করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এসব অহংকারে অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা নাহল- ২)

আবার বলেছেন: "আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর মনে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। আবার বলেছেন: যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে আর না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।" (সূরা বনী ইসরাইল ৩৭)

আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় অহংকারীদের পরিণাম সম্পর্কে বলেছেন: "এখন যাও, জাহান্নামের দরযা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়। ওখানেই তোমাদের থাকতে হবে চিরকাল। অহংকারীদের এই আবাসস্থল বড়ই নিকৃষ্ট।" (সূরা নাহল ২৯)

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেছেন: "অহংকার আমার চাদর এই চাদর যে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "অহংকারী স্বৈরাচারীদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঁপড়ার আকৃতিতে উঠানো হবে। লোকেরা তাদের পায়ের তলায় পিষ্ট করবে এবং চারদিক থেকে তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমানই আসতে থাকবে। রাসূল (সা.) আরো বলেন, যার অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

অহংকার মানুষের হেদায়েতের পথ বন্ধ করে দেয়। একবার রাসূল (সা.) সাহাবীদের বললেন, "কে জাহান্নামবাসী তা কি আমি তোমাদেরকে বলব না? তখন সবাই এক বাক্যে বলল: হ্যাঁ বলুন। তখন রাসূল (সা.) বললেন: অত্যন্ত পাষাণ হৃদয়, কৃপণ ও অহংকারী ব্যক্তি। (বুখারী ও মুসলিম)

মহান আল্লাহ বলেছেন: মূসা বলল, আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে যে হিসাবের দিনের প্রতি অবিশ্বাসী।" (সূরা মু'মীন ২৭)

মিথ্যা কথা বলা

মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা মানুষকে মিথ্যা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন" "এবং তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক বা বেঁচে থাক। (সূরা হজ্ব ৩০)

www.pathagar.com

আবার বলেছেন: "আল্লাহর লানত তার উপর যদি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" (সূরা নূর- ৭)

মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে নবীগণের পরই সিদ্দিক বা সত্যবাদীগণের স্থান। সত্যবাদীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও।" (সূরা তাওবা- ১১৯)

সত্যবাদী লোকদের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন: "তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।" (সূরা হুজরাত- ১৫)

রাসূল (সা.) বলেছেন: "সত্যবাদিতা মানুষকে পূন্যের পথ দেখায় আর পূন্য মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোনো মানুষ ক্রমাগত সত্য কথা বলতে থাকলে এবং সত্যের পথ অন্বেষণ করতে থাকলে একসময় তাকে সিদ্দিক তথা পরম সত্যনিষ্ঠ হিসেবে আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মহা মিথ্যুক হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

মিথ্যাবাদীদেরকে দুনিয়াতেও সবাই ঘৃণা করে আখেরাতেও চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

রাসূল (সা.) বাচ্চাদের মন ভুলাতেও মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদিন আমার আম্মা আমাকে ডাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের বাড়িতে মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আমার আম্মা বললেন, এদিকে এস আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। এসময় রাসূল (সা.) বললেন, তুমি তাকে কি দিতে চাও? আম্মা বললেন আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি তাকে খেজুর দেয়ার জন্য ডেকে এনে যদি তা না দিতে তাহলে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যা লেখা হত।" (আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা ঠিক নয়। না স্বাভাবিক অবস্থায় আর না হাসি তামাশাচ্ছলে। আর নিজ সন্তানকে কিছু দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে তা না দেয়া তোমাদের কারো জন্যে জায়েজ নয়। (আদাবুল মুফরাদ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) মিথ্যা সংকোচের আশ্রয় নিতেও নিষেধ করেছেন। হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এক নবপরিনিতা স্ত্রীকে তার ঘরে নিয়ে গেলাম। আমরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করার পর তিনি এক পেয়ালা দুধ বের করে তা থেকে নিজে কিছু পান করার পর বাকীটুকু তাঁর স্ত্রীকে পান করতে দিলেন। নবপরিনীতা বধু বললেন, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। তিনি বললেন, তুমি ক্ষুধা ও মিথ্যাকে একত্রিত করো না। (মুর্জামে সাগীর ভিবরানী)

হযরত সুফিয়ান ইবনে ওসাইদ আল হাজরামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত হলো তুমি তোমার ভাইকে যখন কোনো কথা বলছ আর সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করছে। অথচ যে কথাটা বলছ তা ছিল মিথ্যা। (আবু দাউদ)

মিথ্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেছেন: কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে বেড়ায়।" (বুখারী)

সবচেয়ে বড় মিথ্যা

সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো রাসূল (সা.) সম্পর্কে মিথ্যা বলা। তিনি বলেছেন: "আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করো না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করবে। সে যেন নিজেই তার ঘর জাহান্নামে তৈরি করে নিলো।"

তিনি আরো বলেছেন: "আল্লাহর সাথে সবচেয়ে বড় জালিয়াদি হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যা দেখেনি, তাই দেখেছে বলে দাবী করা।" অর্থাৎ সে বলে আমি এরূপ স্বপ্নে দেখেছি, অথচ তা সে কখনও দেখেনি। (বুখারী)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: কোনো বান্দা ক্রমাগত মিথ্যা বলতে থাকলে তার হৃদয়ে প্রথমে একটা কালো দাগ পড়ে। এরপর সে দাগ বড় হতে হতে সম্পূর্ণ হৃদয়টা কালো হয়ে যায়। তখন আল্লাহর কাছে তাকে মিথ্যাবাদী বলে লেখা হয়। অতএব সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কল্যাণ নিহিত রয়েছে এমন অবস্থা ব্যতীত কোনো মুসলমানের কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলা উচিত নয়। তার উচিত হয় সত্য কথা বলা, নতুবা নিরব থাকা। এতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।

মিথ্যা কথা বলা কখন জায়েয?

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, মিথ্যা বলা মূলত হারাম। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা জায়েয। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মানুষকে কথা বলতে হয়। ভাল উদ্দেশ্য যদি মিথ্যা কথা বলা ছাড়া লাভ করা না যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা জায়েয। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদি মুবাহ হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা

www.pathagar.com

বলাও মুবাহ। আর যদি তা ওয়াজিব হয় তাহলে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব। যেমন কোনো হত্যাকারী জালেমের ভয়ে কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির কাছে লুকিয়ে আছে অথবা ধন-সম্পদ লুট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা অন্যের কাছে সরিয়ে রেখেছে আর জালেম যদি কারো কাজে তা জানার জন্য খোঁজ নেয় তখন মিথ্যা বলা ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। এমনিভাবে কারো কাছে যদি কোনো আমানত গচ্ছিত থাকে আর জালেম যদি তা ছিনিয়ে নিতে চায় তবে তা গোপন করার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজিব। এসব ক্ষেত্রে একটু ঘুরিয়ে কথা বলা যেতে পারে। যেমন একবার ইমামে আযম আবু হানিফা রাস্তার পাশে এক গাছের নিচে বসেছিলেন। এমন সময় ভীত সন্ত্রস্ত এক ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আবু হানিফা রাস্তার যে পাশে ছিলেন সেখান থেকে অন্য পাশে যেয়ে বসলেন। একটু পরেই দুই লোক লাঠি সোটা হাতে দৌড়ে এসে বলল "আপনি কতক্ষণ থেকে এখানে আছেন? এখান দিয়ে কোনো লোককে পালিয়ে যেতে দেখেছেন? ইমামে আযম বললেন, "আমি এখানে আসার পরে কোনো লোক এদিক দিয়ে যায় নি।" এ অবস্থায় যদি চাতুরতা পরিহার করে সরাসরি মিথ্যা বলা হয় তবুও তা হারাম হবে না। (সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা পৃষ্ঠা ৩০৯)

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা.)কে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে দুই বিবদমান দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে সে মিথ্যুক নয়, বরং সে কল্যাণ বৃদ্ধি এবং কল্যাণের কথা বলে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আরো দুটি স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.) মিথ্যা বলাকে জায়েজ বলেছেন- ১. যুদ্ধ ক্ষেত্রে আর সংসারের শান্তি বজায় রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছে।

মিথ্যা সাক্ষ্যদান

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "মিথ্যা সাক্ষ্যদান আল্লাহর কাছে শিরকের সমান।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা) রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন: কিয়ামতের দিন মিথ্যা সাক্ষ্য দাতার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত সে পা নাড়াতেও পারবে না। (ইবনে মাজা)

ইমাম আযযাহাবী বলেন: যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে অনেকগুলো পাপে লিপ্ত হয়।

১. প্রথমত: সে মিথ্যা কথা বলে।

২. দ্বিতীয়ত: সে যার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তার জান-মাল ও মান-সম্মানের ক্ষতি করে। সে তখন হয় জুলুমকারী।

www.pathagar.com

৩. সে যার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তার উপরও যুলুম করে। কারণ এই মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে সে তার জন্য হারাম মাল অর্জন এবং ভোগের ব্যবস্থা করে দেয়, যার পরিণামে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।

রাসূল (সা.) বলেন: "মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রভাবে আমি যদি কাউকে অন্য কোনো মুমিন ভাইয়ের সম্পদ দেয়ার নির্দেশ দেই, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা ঐ সম্পদ তার জাহান্নামের আগুনের একটা টুকরা।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪. সে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে একটা নিষিদ্ধ প্রাণ ও সম্ভ্রমের উপর অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ বানিয়ে দেয়।

রাসূল (সা.) বলেন: আমি কি তোমাদেরকে গুরুতর কবীরা গোনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হচ্ছে- আল্লাহর সাথে শিরক করা, মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়া, আর সাবধান মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, সাবধান মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, শেষের কথাটি তিনি এতবার পুনরাবৃত্তি করেন যে, আমরা মনে মনে বলতেছিলাম। আহ! উনি যদি এখন চুপ করতেন তবে ভালো হত। (বুখারী ও মুসলিম)

মিথ্যা শপথ করা

কসম খাওয়া বা শপথ করা একদম নিষিদ্ধ নয়। তবে বেশি বেশি কসম করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন। তবে মিথ্যা কসম বা শপথ করা অবশ্যই নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা বল না যা তোমরা কার্যন করো না। আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার হলো তোমরা এমন কথা বলো যা করো না।" (সূরা সফ ২-৩)

আবার বলেছেন, "তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণকর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল- ৩৪)

আবার বলেন, "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নামে ওয়াদা করে এবং নিজেদের প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের প্রাপ্য কিছুই থাকবে না। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আলে ইমরান ৭৭)

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি অপর কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে সে আল্লাহকে রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে পাবে।"

হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন: একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বসাছিলাম। তিনি বললেন- যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোনো মুসলমানের সম্পদ হরণ করে আল্লাহ তার ওপর জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেবেন এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কেউ সামান্য কোনো বস্তু এভাবে নেয় তাহলেও কি? তিনি বললেন: যদি আরক গাছের ডালও হয় তবুও তার এ অবস্থা হবে। (মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন: তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। একথাগুলো তিনি তিনবার বললেন। তখন হযরত আবু যর (রা.) বললেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ এই চরম হতভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কারা? তিনি বললেন- এরা হলো ১. পায়ের গিরার নিচে বস্ত্র পরিধানকারী, ২. দান বা উপকার করে খোটাদানকারী ও ৩. মিথ্যা কসম করে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়কারী। (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করা নিষেধ। হযরত আব্বাস (রা.) এক ব্যক্তিকে কাবার শপথ করতে শুনে বললেন: আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে শপথ করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী কিংবা শিরক করল। (তিরমিযী, ইবনে হিব্বান হাকেম)

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন: আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। শপথ যদি করতেই হয় তবে আল্লাহর নামেই শপথ করবে। (বুখারি, মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা শুধু কবিরা গুনাহ না বরং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, নবীর কসম, কাবার কসম, ফেরেশতার কসম, আকাশের কসম, পানির কসম, জীবনের কসম, বাবার কসম, মায়ের কসম, বিদ্যার কসম রক্তের কসম, পীরের কসম, মাযারের কসম ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৯. মদ্যপান করা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া ও ভাগ্য গণনা শয়তানের কাজ। এগুলোকে পরিহার কর। তাহলে আশা করা যায়

www.pathagar.com

তোমরা সফলতা লাভ করবে। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তাহলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে? (সূরা মায়েদা : ৯০-৯১)

রাসূল (সা.) বলেছেন: "প্রত্যেক মাদক ও নেশাকর দ্রব্যই মদ এবং প্রত্যেক মদই হারাম। যে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে মদপানে অভ্যস্ত রয়েছে এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে আখিরাতে জান্নাতের পানীয় থেকে বঞ্চিত হবে।" (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, আবুদাউদ)

আল্লাহর রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মাদক দ্রব্য সেবন করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের ঘর্ম ও মলমূত্র পান করাবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।" (মুসলিম, নাসায়ী)

তিনি বলেন, "দু'ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না- মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান ও মদপানকারী।" (নাসায়ী)

অতএব মদপান করা যে হারাম সে ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই। আর মদ্যপানকারী যদি তাওবা ব্যতিত মারা যায়, তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। তাওবা মানে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হুজুর দিয়ে তওবা পড়ানো নয়। তওবা মানে বুঝে শুনে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। তওবার চারটি শর্ত। ১. আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

২. ভবিষ্যতে আর এ গুনাহ না করার ওয়াদা বা সংকল্প করা।

৩. অবিলম্বে উক্ত গুনাহ একেবারেই পরিত্যাগ করা।

৪. গুনাহের সাথে মানুষের অধিকার (হক) জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তাহলে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনে তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দান করা।

এই চারটি শর্ত পালন পূর্বক মাফ চাইলে বা তওবা করলে মহান আল্লাহ মাফ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি বলেন: "(হে নবী) বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজের উপর যুলুম করেছো তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ফিরে এসো তোমাদের রবের দিকে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বেই। তখন কোন দিক থেকেই আর সাহায্য পাওয়া যাবে না। আর অনুসরণ

www.pathagar.com

করো তোমাদের রবের প্রেরিত কিতাবের সর্বোত্তম দিক গুলোর...।" (সূরা যুমার ৫০-৫৫)

বর্তমানে আমাদের সমাজে মাদক দ্রব্য পান করাকে তেমন বড় কোনো অপরাধ মনে করা হয় না। উচ্চবিত্তদের কাছে তো এটা একটা বিলাসিতা মাত্র। অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন, "মদপানকারীদের সাথে ওঠা-বসা করবে না। রোগাক্রান্ত হলে তাদের দেখতে যাবে না। তাদের জানাযায় শরীক হবে না। মদপানকারী যখন কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে, তখন তার জিহ্বা তার বুকের ওপর ঝুলতে থাকবে তা থেকে লালা ঝরতে থাকবে। তাকে যে দেখবে ঘৃণা ও ধিক্কার দিতে থাকবে এবং সকলেই তাকে মদপানকারী হিসেবে চিনবে। (বুখারী....)

আবার বলেছেন, "মদপানকারীর দেহে যতক্ষণ বিন্দুমাত্র মদ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তার নামাজ কবুল করবেন না।

১০. তাহ্লীল বা হিলা বিবাহ

তালাকপ্রাপ্তা নারীকে তার পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ দেয়ার জন্য শর্ত সাপেক্ষে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ এবং তালাক দেওয়াকে হিলা বিবাহ বলে। বিষয়টা এই রকম- যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সেই স্ত্রীর ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিয়ে হয় এবং পরবর্তীতে যদি এই স্বামী মারা যায় কিংবা তালাক দেয়, তাহলে সে পূর্ব স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু এই কথাটাকেই সাজানো নাটকের মতো করে করলে তা হারাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন: তাহলীল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "এরূপ বিবাহ করার অর্থ আল্লাহর কালামের সাথে উপহাস করারই নামান্তর। বিবাহের ক্ষেত্রে অভিনয় করে সহবাত ব্যতীত স্ত্রীকে তালাক দেয়া ইসলামে কখনো গ্রহণযোগ্য বিবাহ বলে স্বীকৃত নয়।" তিনি আরো বলেন, "তোমাদের কি ভাড়াটে পাঠা কাকে বলে তা জানাব? উপস্থিত সাহাবাগণ সবাই বললেন: হ্যাঁ বলুন। তখন রাসূল (সা.) বললেন, "সহবাস না করেই তালাক দিবে- এ শর্ত করে যে বিবাহ করে, সেই হচ্ছে ভাড়াটে পাঠা। আল্লাহ এ ধরনের শর্তাধীন বিবাহকারী ও যার জন্য সে বিবাহ করে তাকে অভিশাপ করেছেন।" (ইবনে মাজাহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল: আমার চাচাত ভাই রাগের মাথায় স্ত্রীকে একেবারে তিন তালাক দিয়ে সে এখন খুব অনুতপ্ত।

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করেছে। এর ফলে আল্লাহ তাকে এ অনুতাপজনক অবস্থায় ফেলেছেন। সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তাই এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে তার পরিত্রাণের কোন পথ নেই।" লোকটি বলল: যদি কেউ তার জন্য তার স্ত্রীকে হালাল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে কেমন হয়? ইবনে আব্বাস বললেন: যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহও তাকে ধোকায় লিপ্ত করবেন।"

১১. দুর্বল শ্রেণী বা কর্মচারীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর, তার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আরও সদ্ব্যবহার করবে আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতিমদের সাথে, দরিদ্রদের সাথে, আত্মীয় প্রতিবেশির সাথে। অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে, ভ্রমণ সংগীর সাথে, মুসাফিরেরর সাথে এবং দাসদাসীর সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও গর্বিতকে পছন্দ করেন না। (সূরা আন নিসা ৩৬)

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্তেও বলেছেন: সালাত ও অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

রাসূল (সা.) বলেছেন: "চাকর চাকরানী বা দাস-দাসীকে প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্র দিতে হবে এবং ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব তার ওপর চাপানো যাবে না। নিতান্তই যদি চাপানো হয় তাহলে তার সাথে নিজের ও অংশগ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহর বান্দাহদেরকে কষ্ট দিও না। তিনি তোমাদেরকে তাদের ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, যদি চাইতেন তাদেরকে তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব দান করতে পারতেন। (মুসলিম)

ইসলাম অধিনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য গৃহকর্তা বা স্ত্রীদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। অথচ পত্রিকা খুললেই গৃহকর্ত্রী বা কর্তাদের হাতে কাজের লোক বা চাকর চাকরানীদের অত্যাচারের কতো কাহিনী যে চোখে পড়ে। কেউ ঠিক মতো খেতে দেয় না। পোশাক দেয় না। কেউ মারপিট করে কেউ আবার লোহার বা পিতলের খুন্তি উত্তপ্ত করে ছ্যাকা দেয়। কেউ আবার পিটিয়ে মেরেই ফেলে। জানি না এরা আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবে?

www.pathagar.com

১২. সৎ ও আল্লাহভীরু বান্দাদের কষ্ট দেওয়া

সমাজের সৎ ও আল্লাহওয়ালা লোকদের কষ্ট দেওয়া হারাম। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর যারা মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কোন অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয় তারা একটি মারাত্মক অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে।" (সূরা আহযাব ৫৭০৫৮)

উপরের আয়াত দুটিতে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে কষ্ট দেয়ার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ঘোষণার সাথে সাথে মুমিন নারী পুরুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে এবং কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, মু'মিন নারী-পুরুষদের কষ্ট দিলে নিজেদের ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নেয়া হলো।

আমাদের দেশের দিকে তাকালে ব্যথায় বোবা হয়ে যাই। এখানে দুর্ব্যবহার, উপহাস, বিদ্রুপের শিকার আল্লাহ ওয়ালা লোকেরা! অবিচার নির্যাতনের শিকার মুমিন লোকেরা। জেল, জুলুম, জরিমানা এমন কি ফাঁসীর দড়িতে ঝুলানো হয় আল্লাহ ওয়ালা লোকদের।

আর এইসব যারা করে তারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবেই পরিচয় দেয়।

১৩. ভবিষ্যৎ বক্তা বা গণকের কথা বিশ্বাস করা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন: "এমন কোনো বিষয়ের পেছনে লেগে যেও না সে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই।" (সূরা বনী ইসরাইল ৩৬)

রাসূল (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা ভবিষ্যৎ বক্তা যা বলে তাই বিশ্বাস করে সে মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ কিতাব ও ওহিকে অস্বীকার করে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে যেয়ে তার কথা বিশ্বাস করে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। (মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন: একদল লোক রাসূল (সা.)কে গণক ও জ্যোতিষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: "এসব কিছুই নয়, এসব কিছুই নয়। তখন কয়েকজন বলল: হে আল্লাহর রাসূল (সা.) অমুক জ্যোতিষী যা বলেছে তা সত্য হয়েছে। তখন রাসূল (সা.) বললেন: কিছু সত্য কথা,

www.pathagar.com

ফেরেশতাদের আলোচনা থেকে শয়তান আড়ি পেতে শোনে তারপর গণকের কাছে পৌঁছে দেয়। এরপর গণক বা জ্যোতিষীরা এর সাথে শতশত মিথ্যা যোগ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

অথচ আমাদের সমাজের প্রায় ৯০%-৯৫% লোক গণক বিশ্বাস করে। জাতীয় পত্র-পত্রিকায় তো ফলাও করে "মহাজাতক-মহা জ্যোতিষী" ভবিষ্যৎবক্তাদের কথা প্রচার করা হয়। অনেকেই তা বিশ্বাসও করে।

১৪. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করা

রাসূল (সা.) পুরুষ মানুষকে স্বর্ণ ও রেশমের পোশাক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। একবার এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখে তা খুলে ফেলেন এবং বলেন: তোমাদের এ ব্যক্তির নিজ হাতে জাহান্নামের আগুন পরার সখ হয়েছে।" (মুসলিম)

রাসূল (সা.) স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে, রেশমী পোশাক পরিধান করতে ও রেশমী বিছানায় বসতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

এসব জিনিস শিশুদের ক্ষেত্রেও হারাম। অথচ আমাদের সমাজে নবজাতক পুত্র কিংবা নাতীর মুখ দেখতে সোনার চেন কিংবা আংটি যেন দিতেই হবে। আবার নতুন জামাইয়ের ব্যাপারেও তাই। সে জিনিসকে রাসূল (সা.) হারাম করেছেন প্রত্যেক মুসলিমকে তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমরা কোনো পুরুষ মানুষকে স্বর্ণালংকার উপহার দেবো না এবং আমাদের পুরুষদের জন্য কারো স্বর্ণালংকার উপহার নেবও না।

১৫. জুয়া খেলা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন: হে ঈমানদারগণ! এই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ এ সবাই হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে। তাহলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলো এবং (নিষিদ্ধ কাজ থেকে) বিরত থাকো। কিন্তু যদি তোমরা আদেশ অমান্য করো তাহলে জেনে রাখো আমার

www.pathagar.com

রাসূলের প্রতি শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেয়ারই দায়িত্ব ছিলো। (সূরা মায়েদা ৯০-৯২)

জুয়া খেলা যে সুস্পষ্ট হারাম উপরের আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত রাসূল (সা.) বলেছেন: "যদি কেউ এরূপ প্রস্তাব দেয় যে, এস তোমার সাথে জুয়া খেলব, তার সাদকা করা উচিত" (বুখারী....)

অতএব জুয়া সম্পর্কে শুধু কথা বললেই যদি সাদকা বা কাফ্ফারা দিতে হয় তাহলে এ কাজ করলে কি পরিণতি হতে পারে? হাউজি খেলা, লটারী খেলা এসবই জুয়া। আমাদের এ সব থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৬. ওয়ারিসকে ঠকানো

ওয়ারিসকে ঠকানো যারপরনাই গুনাহের কাজ। আল কুরআনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন মৃত আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তি কে কতটুকু পাবে? সম্পত্তি বন্টনের বিধান পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন: "এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে আল্লাহ এমন বাগীচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে তাকে আল্লাহ তায়ালা আগুনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি। (সূরা আন নিসা ১৩-১৪)

রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ওয়ারিসকে মিরাস হতে বঞ্চিত করল, আল্লাহ তাকে জান্নাতের মিরাস হতে বঞ্চিত করবেন।" (ইবনে মাজা)

অথচ আমাদের সমাজে এই অপরাধটা অধিকাংশ ব্যক্তিই করে। আমাদের দেশের মুসলিমরা নামাজ, রোজা, হজ্ব-যাকাতের মতো ইবাদাত নিষ্ঠার সাথেই আদায় করে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) এর দিক নির্দেশনা মোতাবেকই সব কাজ করে। ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত সঠিকভাবেই পালন করে কিন্তু মিরাস বন্টনের সময় সে আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) এর নির্দেশ পুরাপুরিই অমান্য করে। বিভিন্নভাবে সে কন্যা সন্তানদের বঞ্চিত করে। বোন হোক আর কন্যাই হোক। সম্পত্তি মেয়েরা কিছু নিতে পারে এই ভয়ে তারা সব সম্পত্তি ছেলেদের নামে লিখে দেয়। যারা লিখে দেয় না তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছেলেরা বোনদের কাছ থেকে সামান্য মূল্যে সম্পত্তি কিনে নেয়। প্রকৃত মূল্য ঐসব মেয়েরা পায়

www.pathagar.com

না। এই ধারাই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "মহাজ্ঞানী আল্লাহ বিজ্ঞচিতভাবেই ভারসাম্যপূর্ণ মিরাস বণ্টনের উপদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি মিরাসের ব্যাপারে আল্লাহর এই বণ্টন নীতি মেনে চলবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দান করবেন। যার নিচে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে এবং এটা মহা সাফল্য। আল্লাহ ও রাসূলের যে অবাধ্যতা করবে এর অর্থ হচ্ছে যারা মিরাসের ব্যাপারে আল্লাহর ফারাযের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে বা মানবে না। আর যে আল্লাহর বণ্টনে অসন্তুষ্ট হবে বা অমান্য করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

আমি এতক্ষণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ষোলটি খারাপ কাজ বা বদ আমলের কথা উল্লেখ করেছি। যেগুলোকে মানুষেরা কোনো দোষই মনে করে না। অথচ এই কাজগুলো এত বিষক্ত যে যার মধ্যে এর দুই/চারটা থাকবে তার সকল নেক আমল বা ভালো কাজসমূহকে নসাৎ করে দেবে। সমাজ এসব কাজকে বাড় কোনো গুনাহের কাজ বলে গণ্যই করে না। এ ছাড়া আরও কিছু খারাপ কাজ বা বদ আমল একটু সুযোগ পেলেই অনেকে করে যেমন–

ক) ওজনে বা মাপে কম দেওয়া,

খ) অপব্যয় এবং কৃপণতা করা,

গ) মেয়েরা পুরুষের মতো পোশাক পরা এবং পুরুষেরা মেয়েদের মতো পোশাক করা,

ঘ) অন্যায়বাবে কাউকে গালি দেওয়া,

ঙ) সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করা;

চ) অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা,

ছ) হিংসা করা।

যারা নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূল (সা:) এর উম্মত বলে দাবী করে, তাদের মধ্যে এই ক্রটিগুলো থাকতে পারে না। অথচ আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যেই এই ক্রটিগুলো কম বেশি করে আছেই। অনেকেই হয়ত এসবকে ছোট গুনাহ মনে করে। আসলে কিন্তু তা নয় এর প্রত্যেকটাই কবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ। আমরা বোধ হয় খুন করা, জ্বিনা ব্যাভিচার আর মূর্তির সামনে সেজদা দেওয়াকেই কভীরা গুনাহ মনে করি। এই তিনটি তো কবীরা গুনাহ অবশ্যই সেই সাথে উপরোক্ত ক্রটিগুলোও কবীরা গুনাহ। এর

www.pathagar.com

প্রত্যেকটার ব্যাপারেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের কড়া হুশিয়ারী রয়েছে।

ক) ওজনে বা মাপে কম দেওয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন : "ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়, তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের কাছ থেকে নেবার সময় পুরোমাত্রায় নেয় এবং তাদেরকে ওজন করে দেয়ার সময় কম করে দেয়। এরা কি মনে করে না একটি মহাদিবসে এদেরকে উঠিয়ে আনা হবে? সে দিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাড়াবে।" (সূরা মুতাফফিফিন : ১-৬)

আাবর বলেছেন : "ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আমি ততোটুকু দায়িত্বের বোঝা রাখি যতোটুকু তার সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে। (সূরা আনআম : ১৫২)

সূরা বনী ইসরাঈলে বলেছেন : "মাপার সময় ঠিক মতো মাপবে এবং সঠিক পাল্লা দিয়ে ওজন করবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৫)

সূরা আর রহমানে তাকীদ করা হয়েছে : "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় কম করে দিয়ো না।" (সূরা আর রহমান : ৮-৯)

ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ওজন ও পরিমাপকারীদের লক্ষ করে বলেছেন : তোমাদের ওপর এমন দু'টো দায়িত্ব রয়েছে, যার অপব্যবহারের কারণে তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে। (তিরমিযি) সেই দু'টি দায়িত্ব হলো ওজন ও পরিমাপ)

খ) অপব্যয় আ অপচয় করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন : "বাজে খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ"। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৭)

গ) কৃপণতা সম্পর্কে বলেছেন : "নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না। এবং তাকে একেবারে খোলা ছেড়ে দিয়ো না। তাহলে নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে। তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি নিজের বান্দাদেরকে দেখছেন, অবস্থা জানেন এবং তাদেরকে দেখছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৭)

আল্লাহ আরও বলেছেন : "যারা আল্লাহর দেয়া সম্পদ নিয়ে কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এ কৃপণতা তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। যে বস্তু নিয়ে তারা কৃপণতা করে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮০)

www.pathagar.com

কৃপণ ব্যক্তির হাশর হবে পাপীষ্ঠ কারুনের সাথে।

ঘ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন : "যেসব পুরুষ মহিলাদের বেশ ধারণ করে এভং যেসব মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করে আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেন। (বুখারী)

ঙ) কাউকে গালি দেয়া: গালি দেয়া কবীরা গুনাহ, হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঈমানদার কখনো অভিশাপকারী, কটুভাষী, অশ্লীল ভাষী ও অশ্লালীন ভাষী হতে পারেন না।" (মুসলিম)

চ) ঝগড়া করা ফাসেকি কাজ। ঝগড়া এমন একটা খারাপ কাজ যার মধ্যে অনেকগুলো কবীরা গুনাহ। যেমন ঝগড়ার সময় মানুষ মিথ্যা কথা বলে। অশ্লীল কথা বলে গালাগালি করে ঝগড়া করলে রোজাদারের রোজা নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃত মুসলিম কখন ঝগড়া ফাসাতে জগিত হয় না।

ছ) অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা : অনেকে আছে বিনা ঝগড়াতেই অশ্লীল কথা বলে। হাসি ঠাট্টা ছলেও অনেকে অশ্লীল কথা বলে, অশ্লীল গল্প বলে, সর্ব প্রকারের অশ্লীল গাল গল্প, চুটকি, ঠাট্টা তামাশা নিষিদ্ধ। এগুলোর সাথে মুসলিমের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল (সা:) বলেছেন : "সেখানে কেউ কোন অশ্লীল বা ফাহেশা কথা শুনবে না।"

ট) হিংসা করা : হিংসা একটা অসম্ভব খারাপ মনোবৃত্তির নাম। এইটুকু বুঝি। কিন্তু হিংসার উপাত্তি কোথায় সেই তথ্যটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না। কেন যে মানুষ হিংসা করে তার সঠিক কারণটা বুঝতে পারছিনা।

গ্রামের এক ধনী চৌধুরী সাহেবের বাড়ীর পাশে গরীব জয়নাল মিয়ার বাড়ী। চৌধুরী সাহেবের পাঁচ ছেলে এক মেয়ে। আর জয়নাল মিয়ার তিন মেয়ে এক ছেলে। বহু কষ্টে ধার দেনা করে জয়নাল মিয়া তার মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। একটি মাত্র ছেলে চৌধুরী সাহেবেরই প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পড়াশুনা করে ভালো ছাত্র। একদিন জয়নাল তার ছেলেকে নিয়ে চৌধুরী সাহেবের কাছে এসে বললো: "হুজুর আমার ছেলে শরীফ এবার এস.এস.সি পরীক্ষা দেবে আপনার দোয়া নিতে আইছি। "বলে ছেলেকে ইশারা করল সালাম করার জন্য। শরীফ চৌধুরী সাহেবকে পায়ে হাত দিয় সালাম করল। চৌধুরী সাহেব বললেন, "থাক থাক। গরীব মানুষের পোলা, বাপেরে কাজে কামে একটু সাহায্য করবা, তা না কইরা ল্যাহা পড়া করতাছ কর। তয় শোনো যতই ল্যাহা পড়া করো মেট্রিক পাশ করা

www.pathagar.com

অত সোজা না। আমার স্কুল পাইছ তরতরাইয়া টেনে (দশম শ্রেণীতে) উইঠা গেছো। পাশ কইরা দেখো।"

চৌধুরী সাহেবের বড় ছেলে তিনবার এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারে নি। আর এক ছেলে দুই বছর থেকে সেভেনে আছে। এরপর এসে একদিন জয়নাল মিয়া জানাল– হুজুর আমার ছেলে ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করেছে।"

চৌধুরী সাহেব একটু কষ্টে হাসি হেসে বল্‌ল "তাই না কি পাশ কইরেছে? তাই বলে কলেজে ভর্তি হতি পারবেন না।" এরপর দীর্ঘদিন গত হয়েছে। জয়নাল মিয়া একদিন এসে বলল, "হুজুর আপনাদের দোয়ায় আমার শরিফ এম. এ পাশ করিছে।"

চৌধুরী সাহেব ঠোঁট উল্টায়ে মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব মেরে বলল, "আইজ, কাইল, তার এম. এ পাশের কোনো দাম আছে নাকি রে। পাশ তো কতোই করা যায় চাকুরির যা অবস্থা মনে হয় চাকরি পাবেন নানে।"

চৌধুরী সাহেবের পাঁচ ছেলের একজন ও এস. এস. সি পাশ করতে পারে নাই। সারাদিন গুন্ডামি, বদমায়শি করে বেড়ায়। যখন তখন বাপের কাছে এসে টাকা চায়। না দিলে মায়ের কাছে। মেঝ ছেলে গোপনে বিয়ে করেছে। বড় ছেলে কিছুই করে না দুই ছেলের বাপ। চৌধুরী সাহেবের অসম্ভব মন খারাপ। ছেলেদের সাথে চিল্লাচিল্লি করছেন।" বের হয়ে যা বাড়ি থেকে, কুলাংগারের দল। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা।"

ছেলেরা মায়ের কাছে যেয়ে বলল 'ব্যাপার কি মা? বুইড়ার কি হইছে? খ্যাপছে ক্যান?"

মাজেদা বেগম বললেন, কি জানি কি হইছে? থানায় গেছিল। সেখান থাইকা আইসাই তো ঐ ভাব করতাছে।" সত্যিই হাই। একটা প্রয়োজনেই থানায় গিয়েছিলেন চৌধুরী সাহেব। যেয়ে দেখেন থানার ও.সি থেকে সেপাই পর্যন্ত সবাই তটস্ত। জিলা সদর থেকে এস.পি সাহেব এসেছেন থানা পরিদর্শনে তাই সবাই ব্যস্ত।

চৌধুরী সাহেবের সাথে কেউ কথা বলারই সময় পাচ্ছে না। একটু পরেই ও.সি সাহেবের রুম থেকে এস.পি সাহেব বের হয়ে আসলেন। রাজপুত্রের মতো চেহারা। এস.পি সাহেবে চৌধুরী সাহেবকে দেখেই তার দিকে এগিয়ে এলেন, সালাম দিয়ে আর হাত মিলায়ে বললেন।

www.pathagar.com

"চাচাজান, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি শরিফ– আমার আব্বার নাম জয়নাল মিয়া। আমি আপনার স্কুল থেকেই এস.এস.সি পাশ করেছি।"

এস.পি সাহেব চলে গেলেন তার নির্দিষ্ট গাড়িতে। পুরা থানা তাকে সেলুট দিয়ে বিদায় জানাল। চৌধুরী সাহেব মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বাড়ি চলে আসল। তারপর থেকেই চৌধুরী সাহেব রেগে আছেন। তার এই রাগ হিংসার বহিঃপ্রকাশ।

আমার দুই ভাসুর আছে দেবর নেই। তার মানে উনারা তিন ভাই। আমার তখন দুই ছেলে বড় ছেলের বয়স পাঁচ বছর ছোট ছেলের বয়স দেড় বছর। আমি আমর বড় ভাসুরের পরিবারের সাথে থাকি আর আমার মেঝ ভাসুর আলাদা থাকেন।

একদিন আমার বড় ভাসুরের কিশোরী মেয়ে হাসিনা হাসতে হাসতে এসে বলল "কাকী সরম পাইছি 'বল্‌লাম' কেমনে পাইলা? কে দিল?"

হাসিনা বলল 'কাকী সরম পাইছি নয়নের কার্ছে।"

বললাম, 'ক্যামনে?'

হাসিনা বলল, 'কাকী আমি নয়নকে কইছি কি, শোনো ভাই সেলিমাদের সাথে তুমি খেলবা না। (সেলিমা আমার মেঝ ভাসুরের মেয়ে) তুমি আমার ভাই তুমি আমাদের সাথে খেলবা। নয়ন আমারে বলে কি তুমি হিংসার কথা বলো ক্যান? হিংসা করা ভালো না। আমি সবারই ভাই। ও কাকী অত ছোট মানুষ ও আমারে কি শিক্ষা দিয়া দিল। সত্যি খুব সরম পাইছি।

কথাটা শুনে আমিও অবাক হলাম। খুশিও হলাম।

অন্য কারো আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখলে, সম্মান দেখলে। সুসন্তান দেখলে মোট কথা ভালো কিছু দেখলে যদি খারাপ লাগে তাকেই বলে হিংসা করা।

মহান আল্লাহ সুবহানাহ তায়ালা বলেন, "তাহলে কি অন্যদের প্রতি তারা এ জন্য হিংসা করছে যে, আল্লাহ তাদের নিজের অনুগ্রহ দানে সমৃদ্ধ করেছেন।" (সূরা নিসা : ৫৪ নং আয়াতের প্রথমাংশ)

খুব খারাপ একটা অনুভূতির নাম হিংসা : খুবই খারাপ একটা অনুভূতির নাম হিংসা। যে হিংসা করে তার পরিণতি হয় ভয়ংকর খারাপ। হিংসা না করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) তার উম্মতকে বিভিন্ন ভাবে নিষেধ করেছেন। উপদেশ দিয়েছেন।

হযরত ওয়াসেল (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "তুমি তোমর ভাই-এর বিপদ দেখে আনন্দ উল্লাস বোধ করবে না। তাহলে আল্লাহ তার উপর

www.pathagar.com

করুনা করে তার বিপদ দূর করে দেবেন আর তোমাকে সে বিপদে পতিত করবেন।" (তিরমিযী)

হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমায় বলেছেন, "হে প্রিয় বৎস তুমি যদি এভাবে জীবন যাপন করতে পার যে, তোমার মনে কারো প্রতি বিদ্বেষ ভাব ও শত্রুতা নেই। তাহলে তাই করো। এটাই আমার সুন্নাত বা আদর্শ। সে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে নিঃসন্দেহে সে আমাকেই ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি আমাকেই ভালোবাসবে। সে আমার সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে। (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা একে অপরকে হিংসা করবেনা। বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে না। পরের দোষ খুঁজে বেরাবে না এবং বেঁচাকেনায় ধোকা দিয়ে দাম বাড়াবে না। বরং তোমরা পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও।" (মুসলিম)

আসলে অন্যের নিয়ামতের ধ্বংস কামনাকে হিংসা বলে। এটা একটি অতি নিচু ও জঘন্য মনোবৃত্তি প্রত্যেক মুসলিমকে এই দোষটি পরিহার করা উচিত। যার মধ্যে হিংসা আছে। হিংসা মূলত তারই দুশমন, তাকেই ধ্বংস করে।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা হিংসা থেকে আত্মরক্ষা করো। কেননা হিংসা নেক আমল সমূহকে এমনভাবে নষ্ট করে যেমন আগুন কাঠকে পুড়িয়ে ফেলে। (আবু দাউদ)

এই হাদীস পড়ার পর জানার পর যদি কারো অন্তরে হিংসার মতো কিছু থেকে থাকে তার জন্য মহান রবের কাছে আশ্রয় বা পানাহ চাওয়া উচিৎ।

হিংসা এক বিষধর সাপ : সত্যি হিংসা এক বিষধর সাপ। যে মানুষের হৃদয়ে বসবাস করে। অথচ হৃদয়টা থাকবে শুধু আল্লাহর স্মরণ। হৃদয়টা থাকবে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। সে হৃদয়ে যদি বিষধর সাপ থাকে তার বিষাক্ত ছোবলে ভালোবাসা তো মরে যাবে।

একবার প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম মাগুরা সেখানেই পরিচয় হাসিনা মিহির খালাম্মার ভাগ্নী শিউলি আপার সাথে শিউলি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হবে ভদ্র মহিলার হাটাচলা, কথাবলা, আল্লাহ ভীতি সংগঠন প্রীতি সবকিছু মিলিয়ে আমার খুব ভালো লাগছিলো। এক পর্যায়ে শিউলিকে কাছে পেয়ে বললাম, "শিউলি, অনেকক্ষণ থেকে একটা সুন্নাত আদায় করার চেষ্টা করছি। হচ্ছে না। এইবার করে ফেলি। শিউলি জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে তাকায়ে থাকল। আমি আবার বললাম রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যাকে ভালোবাসবে তাকে ভালোবাসার কথা

www.pathagar.com

জানাও তাই তোমাকে জানাচ্ছি। শিউলি আমি তোমাকে ভালোবাসী। শিউলি আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, আপা আমি অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি কথাটা আপনাকে বলব– বলতে পারছিলাম না। শিউলির সাথে আমার আর দেখা হয়নি। তাই বলে ওর প্রতি আমার ভালোবাসার কোনো ঘাটতি হয়নি।

এমনি আমার আর একটা বোন। তার নাম খালেদা। খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তার সাথে আমার। যদিও আলাদা জিলার বাসীন্দা আমরা। বিভাগীয়, কিংবা কেন্দ্রীয় প্রোগ্রামে মাঝে মাঝে দেখা হয়। এক প্রোগ্রাম শেষে বিরতির সময় বিভিন্ন জিলার পরিচিত অপরিচিত বোনেরা আমার সাথে হাত মিলানো বুকে মিলানোর মধ্য দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ আর আমর লেখা বই-এর খুব প্রশংসা করতে লাগল। সে প্রোগ্রামে খালেদা ও আছে। সে আমার সাথে কোনো কথাই বলল না বরং নিবিষ্ট মনে একটা বই পড়তে লাগলে আমি বার বার খালেদার দিকে তাকাচ্ছিলাম কিন্তু সে একবারও আমর দিকে তাকাচ্ছিল না। এইবার সে বই বন্ধ করে ওঠে দাঁড়াল। আমি তার সামনে যেয়ে দাড়ালাম।

এবারও সে না দেখার ভান করে সরে যেতে চাইল। আমি দুই হাত প্রসারিত করে তাকে আটকালাম। বললাম কি ব্যাপার আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? এইবার ভদ্র মহিলা একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন ও রুমী আপা? আমি আপনাকে দেখতে পাইনি। আমি নিজের শরীর দেখায়ে বললাম এই চেহারার মানুষটা এতক্ষণ আপনার চোখেই পড়ল না? তাহলে তো আপনার চশমার পাওয়ার বাড়াতে হবে আপা। আমার এই রশিকতা তিনি হাসলেন না। অজু করতে চলে গেলেন। এসে সালাত আদায় করলেন। আমর সাথে আর কোনো কথাই বললেন না। আমার সাথে তিনি ক্যান এমন ব্যবহার করলেন তার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। তিনি কি কোনো হিংসায় আক্রান্ত হলেন? আল্লাহই ভালো জানেন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের শারীরিক সৌন্দর্য ও ধন সম্পদের দিকে লক্ষ্য করবেন না। বরং তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে লক্ষ্য করবেন।

অতএব অন্তরটাকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। হৃদয় পরিপূর্ণ থাকবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় এবং তা প্রমাণিত হবে তার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে কাজ বা আমলের মাধ্যমে।

এটা একটা রোগ : হযরত যোবায়ের (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তীকালের নবীদের উম্মতের একটি

www.pathagar.com

রোগ তোমাদের মধ্যে অচেতনভাবে প্রবেশ করেছে। এ রোগটা হলো হিংসা-বিদ্বেষ। এটা এমন রোগ যা নেড়াকারী।

এ রোগ চুল নেড়া করে না বরং দ্বীন ধর্মকে নেড়া করে।" (মুসনাদে আহমাদ)

হিংসা রোগের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এই হিংসা রোগের আরো অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। যেমন হিংসা থেকেই উৎপত্তি–

১. পরশ্রিকারতা

২. গীবত-চোগলখুরী

৩. আত্মপূজা অহংকার

১. পরশ্রীকাতরতা যার মধ্যে ঢোকে সে কোনো অবস্থাতেই অপরের ভালো দেখতে পারেনা। পরশ্রীকাতরতা মূলত হিংসারই পোশাকী নাম।

এ পরশ্রীকারতা যার মধ্যে আছে সে তো গীবত করবেই। গীবত মানে তো পরদোষ চর্চা। যার মধ্যে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা নেই সে কোনো অবস্থাতেই গীবত করতে পারে না আর যে হিংসুক, পরশ্রীকাতর, গীবতকারী সে চোগলখোরও। কারণ এইসব দোষগুলোর রসুনের গোড়ার মতো গোড়া এক জায়গায়।

সূরা ফালাকে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন, 'বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকালবেলার রবের নিকট, এমন প্রত্যেকটি জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। এবং রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়। আর গিরায় ফুঁকদানকারীদের অনিষ্টকারিতা থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে যখন সে হিংসা করে।

মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা আমাদের উপরে উল্লেখিত খারাপ কাজ বা বদ আমলগুলো থেকে যেন রক্ষা করেন। এই দোসগুলো কম কিংবা বেশি যাই আমাদের মধ্যে থাকুক না কেন আসুন আমরা তাওবা করি। আর অনুতপ্ত হৃদয়ে দোয়া করি– "রব্বানা ফাগফিরলানা যুনুবানা ওয়া কাফফির আন্না সয়্যিয়াতিনা ওয়া তাওয়াফ ফানা মা'আল আবরার। (সূরা আলে ইমরান-১৯)

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দাও এবং আমাদের থেকে দূর করে দাও। আর সৎব্যক্তিদের সাথে আমাদের শেষ পরিণতি ঘটাও। আমীন॥

সমাপ্ত